৩। **নাগর ও দ্রাবিড় শৈলীর সূচনা ঃ** গুপ্তযুগের স্থাপত্যে নাগর ও দ্রাবিড় শৈলীর সূত্রপাত হয়েছিল কারণ মন্দিরের ভিত পরিকল্পনায় সূত্রপাত হয়েছিল এবং মন্দিরের ছাদগুলি ক্রমশ ছোটো হয়ে এসেছিল।

❑ **ভাস্কর্য ঃ** গুপ্তযুগে ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও এক অভাবনীয় উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এর উল্লেখযোগ্য দিকগুলি হলো—

বিষ্ণু মূর্তি

১। **মথুরা ও অমরাবতীর পরিণত রূপ ঃ** কোনো কোনো পন্ডিত গুপ্তযুগের ভাস্কর্যকে মথুরা ও অমরাবতী ভাস্কর্যের পরিণত রূপ বলে অভিহিত করেছেন।

২। **হিন্দু-বৌদ্ধ শিল্পকুশলতা ঃ** ধর্মসম্বন্ধীয় ঘটনাসমূহকে আশ্রয় করে, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের নীতি ও আদর্শকে অনুসরণ করে গুপ্তযুগের ভাস্কর্য-শিল্পীরা তাঁদের শিল্পকুশলতার পরিচয় দান করেছেন। সারনাথ ও মথুরায় প্রাপ্ত দেব-দেবীর মূর্তিগুলির সূক্ষ্ম কারুকার্য, সাবলীল অঙ্গবিন্যাস ও নিখুঁত সম্পাদন সত্যই প্রশংসনীয়। ভারতের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ শিব-মূর্তি গুপ্তযুগেই নির্মিত হয়েছিল।

৩। **মূর্তি নির্মাণ ঃ** পৌরাণিক আখ্যান ও উপাখ্যান অনুসারে রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবতার মূর্তি গঠন এই যুগের ভাস্কর্যশিল্পের বিষয়বস্তু। "Indeed the Gupta sculpture my be regarded as typically Indian and classic in every sense of the term."—*Dr. Majumder.*

❑ **চিত্রশিল্প ঃ** গুপ্তযুগে চিত্রশিল্পেরও যে বিস্ময়কর বিকাশ ঘটেছিল অজন্তার গুহাচিত্রগুলিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

১। **গুহামন্দিরে দেওয়াল চিত্র ঃ** পাহাড় কেটে গুহা-মন্দির নির্মাণ ও মন্দিরের দেওয়াল-গাত্রে অপূর্ব চিত্র অঙ্কন গুপ্তযুগের চিত্রশিল্পের চরম উৎকর্ষের পরিচায়ক।

২। **অজন্তার দেওয়াল চিত্র ঃ** অজন্তার বিস্ময়কর গুহাচিত্রগুলির অধিকাংশই এই সময়ে সৃষ্টি এবং ইওরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের মতে, এই চিত্রগুলি রেনেসাঁস যুগের ইওরোপের শ্রেষ্ঠ প্রাচীর চিত্রগুলির সমতুল।

৩। **গুহাচিত্রে সমাজ ও ধর্মের প্রতিচ্ছবি ঃ** গুহাচিত্রগুলি বাস্তবতা পরিপূর্ণ এবং এগুলিতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবি মেলে। এই জন্য বলা হয়েছে, "It is suggested that in the splendid settings of the Ajanta wall paintings, life becomes an art in which its ultimate meaning is not forgotten."—*A New Advanced History of India.* পৃঃ ১৩১।

❑ **উপসংহার ঃ ভিনসেন্ট স্মিথ** প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতে, গুপ্তযুগে সংস্কৃতির উৎকর্ষের মূলে ছিল বৈদেশিক প্রভাব। কিন্তু বৈদেশিক সংযোগের ফলে গুপ্ত সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছিল তা বলা যায় না। গুপ্তযুগের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে কিছুটা বৈদেশিক প্রভাব থাকলেও, এর অন্তর্নিহিত অনুপ্রেরণা ছিল ভারতীয়। বস্তুতপক্ষে, গুপ্তযুগের সাংস্কৃতিক বিকাশ ছিল ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রবহমান গতিধারার চরম ফলশ্রুতি।

Scanned with CamScanner